আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ০৪-০৬-২০২৪ (পৃঃ ০৩)

উচ্চ ফলনশীল ধানের সুফল পাচ্ছেন না ভোক্তারা

- জাত পৃথক না করেই চাল করছে অটোরাইস মিলগুলো
- কোন জাতের ধানের চাল খাচ্ছেন জানেন না ভোক্তারা

নজরুল মৃধা, রংপুর

অটোরাইস মিলগুলো ধানের জাত পৃথক না করেই চাল করছে। তারা সব প্রজাতির ধান একসঙ্গে ভেঙে চাল করছে। এতে ধানের গুণগতমান নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। মোটা-চিকন ধানের গুণগত রকম ভেদ থাকলেও পৃথকভাবে ধান না ভাঙানোয় ভোক্তারা ১২ মিশেলি ধানের চাল খাচ্ছেন। কোন জাতের ধানের চাল খাচ্ছেন ভোক্তারা তা জানেন না। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন উন্নত প্রজাতির ধান আবিষ্কার করলেও পৃথকভাবে ধান থেকে চাল করার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার মাঠেই দাফন হচ্ছে। সাধারণ জনগণ উচ্চফলনশীল, গুণগতমানের ধানের মাড়াই করা চাল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভোক্তারা বুঝতেই পারছে না তারা কোন জাতের ধানের চাল খাচ্ছেন। এমন অভিযোগ ভোক্তাদের। এ ছাড়া সম্প্রতি জারি করা একটি প্রজ্ঞাপনে চালের বস্তায় জাত লেখার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। সেই নির্দেশনাও মানা হচ্ছে না। কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলে দেড় শতাধিক প্রজাতির ধান আবাদ হয় বিভিন্ন মৌসুমে। বর্তমানে এই অঞ্চলে উৎপাদিত ধানের ৬০ শতাংশই হাইব্রিড জাতীয়। অথচ বাজারে চাল কিনতে গেলে ব্রি-২৮, পাইজাম, নাজিরশাইল, মিনিকেটসহ আরও দু-একটি জাতের ছাড়া অন্য প্রকার ধানের চালের নাম শোনা যায় না। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর রংপুরের অতিরিক্ত পরিচালক ওবায়দুর রহমান ম ল বলেন, অটোরাইস মিল মালিকরা জাত পৃথক না করে ধান থেকে চাল তৈরি করছে।